‘আমরাও পারি বদলে দিতে’

একটি অংশগ্রহণমূলক গবেষণার সারসংক্ষেপ

এপ্রিল ২০১৫

ADD International
HelpAge International age helps
Alzheimer's Disease International
IDS Institute of Development Studies
Sightsavers

© পিটার কাটন/সাইটসেভার্স

ভূমিকা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ পরবর্তী (post-MDG) উন্নয়ন এজেন্ডা ও নীতিনির্ধারণের সময় যাতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও তাদের চিন্তা-ভাবনা উঠে আসে সে লক্ষ্যে সাইটসেভার্স, হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, এ্যালজিমার'স ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল ও ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর সমন্বয়ে গঠিত 'ভয়েসেস অব দ্য মার্জিনালাইজড কনসোর্টিয়াম' একযোগে কাজ শুরু করে। 'আমরাও পারি বদলে দিতে' শীর্ষক এ প্রতিবেদনটি 'ভয়েসেস অব দ্য মার্জিনালাইজড' বা 'প্রান্তজনের কথা'র পরিচালনায় বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ওপর অংশগ্রহণমূলক গবেষণালব্ধ ফলাফলের সারসংক্ষেপ।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনীতিকভাবে অবহেলিত এদেশের প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী। সরকারি বক্তব্যে-নথিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণ ব্যক্তিরা উচ্চারিত হলেও বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এরা প্রায়শই বাদ পড়ে যান। এ সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থনীতিক বিচ্ছিন্নতা আর অসহায়ত্ব সম্পর্কে তাদের অনুভূতি তুলে ধরাই এ গবেষণার লক্ষ্য। প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের নিকট আত্মীয়রা অভিজ্ঞতা ও মতামত জানিয়েছেন এ গবেষণায়। এ প্রান্তজনদের বিচ্ছিন্নতার কারণ এবং তাদের অধিকার যথাযথ গুরুত্ব ও সমর্থন পাচ্ছে কি না, রক্ষিত হচ্ছে কি না সেটা বোঝার জন্য এ গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে।

পটভূমি

বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতিমালা প্রয়োগ এবং গবেষণাসহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড থেকে তাদেরকে প্রতিনিয়ত দূরে রাখা হচ্ছে। আর এ দূরে রাখার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দিনে দিনে দরিদ্রতমদের মধ্যে দরিদ্র হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতার ব্যাপকতা নিয়ে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত কোনো পরিসংখ্যান নেই। তা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সাহায্যকারীরা বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর প্রায় ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উপার্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যা মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ১.৭ শতাংশ।[১]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (UNCRPD)-এর ৩ নং আর্টিকেল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের **'সমাজে সম্পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির'** কথা গুরুত্ব দিয়ে বলছে। ৩৩ নং আর্টিকেলে জাতীয় পর্যায়ে এ সকল কর্মসূচি কার্যকর ও পরিবীক্ষণ করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, **'সুশীল সমাজ, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রতিনিধিদের পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়াতে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ থাকতে হবে'**।[২]

বিশ্বজুড়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের হার বেড়ে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে প্রতিবন্ধিতা প্রবণতায়ও। প্রবীণ লোকের প্রতিবন্ধিতার শিকার হবার ঝুঁকি বেশি থাকে, এবং বয়ঃবৃদ্ধিজনিত যে সকল স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে যেমন, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া, চলাফেরা সীমিত হওয়া, মানসিক কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি প্রবীণদের দারিদ্র্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম জনবহুল দেশ এবং দেশটিতে দ্রুতই একটি জনতাত্ত্বিক (demographic) পরিবর্তন আসন্ন। দেশটির বয়স্ক মানুষের সংখ্যা অভূতপূর্ব হারে বাড়ছে, এবং ৬০ বছর পেরিয়েছে এমন মানুষের ৭৫ বা তার বেশি বছর বেঁচে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৩]

প্রচ্ছদ ছবি: শফিকুল আলম কিরন/সাইটসেভার্স

১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র প্রতিবন্ধিতার ওপর রিপোর্ট, জেনেভা, ২০১১
২ জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন, ২০০৮, নিউ ইয়র্ক, প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন
৩ www.helpage.org/where/bangladesh (UNCRPD)

গবেষণা পদ্ধতি: বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বক্তব্য শ্রবণ

এ গবেষণায় 'পিয়ার রিসার্চ' নামক এক ধরনের অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করার লক্ষ্য হলো গবেষক ও উত্তরদাতাদের মধ্যে থাকা ব্যবধান দূর করা। এটা হলো, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গবেষণা, তাকে গবেষণার বিষয়বস্তু বানানো নয়। পিয়ার রিসার্চ পদ্ধতিতে গবেষণায় কমিউনিটির লোকজনই গবেষক এবং তারাই কমিউনিটির সঙ্গে থেকে গবেষণা প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেন।

গবেষক দল

এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দু'টি গবেষক দল অংশ নেয়:

১| কমিউনিটি পিয়ার গবেষক গ্রুপ

এ গ্রুপটিতে ছিল দরিদ্র এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে বাদ পড়ে যাওয়া (excluded) প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিগণ যাদেরকে দু'টি স্থান থেকে বাছাই করা হয়েছিল- ভাষানটেক, ঢাকার একটি বস্তি; এবং কক্সবাজার, দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশের একটি গ্রামীণ এলাকা। পিয়ার রিসার্চ গ্রুপের সদস্যদেরকে তাদের প্রতিবন্ধকতা, লিঙ্গ ও আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়েছিল। এটা নিশ্চিত করা হয়েছিল যে, প্রতিটি গ্রুপ বা দল যেন তার কমিউনিটির প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে। সব মিলিয়ে কমিউনিটি পিয়ার রিসার্চ গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ছিল এগারো জন - ভাষানটেক থেকে চার জন পুরুষ ও এক জন নারী, এবং কক্সবাজার থেকে তিন জন পুরুষ ও তিন জন নারী।

২| এনজিও পিয়ার গবেষক গ্রুপ

এ গ্রুপটি গড়ে তোলা হয়েছিল বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে যাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণলোকদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এনজিও পিয়ার রিসার্চ গ্রুপের সদস্য নির্বাচন করার সময় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের লিঙ্গ ও দরিদ্রতা বা বৈষম্য বিষয়ক অভিজ্ঞতার ওপর। এছাড়াও, সংস্থাগুলোর ধরন ও ভৌগোলিক অবস্থানও নির্বাচনের মানদণ্ড ছিল, যাতে করে বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা এবং সব শ্রেণির স্থানীয় এনজিও এ গবেষণায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়। যাদের অংশগ্রহণমূলক কৌশল ব্যবহারের ভালো অভিজ্ঞতা আছে এবং বিভিন্ন যায়গায় ভালো পরিচিতি আছে তাদেরকেও বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সাতজন গবেষক এতে অংশ নেন যার মধ্যে চার জন ছিলেন পুরুষ ও তিন জন নারী।

পিয়ার রিসার্চ গবেষণা পদ্ধতি: বাংলাদেশে দারিদ্র্যে জীবনযাপনকারী মানুষের কাছ থেকে শোনা

সমস্ত পিয়ার গবেষকদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের নিজেদের মতো লোকজনের কাছ থেকে গল্প সংগ্রহ করার জন্য। যেমন, কমিউনিটি পিয়ার গবেষকরা তাদের নিজেদের কমিউনিটির প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকজনের কাছ থেকে তাদের জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করেন, এনজিও পিয়ার গবেষকরা যান তাদের পরিচিত অন্যান্য এনজিও কর্মীদের কাছে যাদের প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকদের নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

গবেষকদের দু'টি দলই কাহিনী সংগ্রহের জন্য আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের বদলে 'প্রম্পট' বা ঘটনা-সূচক প্রশ্ন ব্যবহার করে। প্রম্পটের প্রশ্নগুলো ছিল উন্মুক্ত যেমন, "আমাকে এমন একটি ঘটনার কথা বলুন যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রবীণ হওয়ার কারণে আপনাকে এর সম্মুখীন হতে হয়েছে।" গবেষকরা এরপর একত্রিত হয়ে তাদের সংগৃহীত কাহিনীগুলো বিশ্লেষণ করেন।

গবেষকদেরকে তাদের প্রম্পটগুলো তৈরি করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (আইডিএস)। গবেষণা নকশা, পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণের জন্যে একাধিক কর্মশালার মাধ্যমে কাহিনী সংগ্রহের জন্য উত্তরদাতাদের সজ্ঞান সম্মতি নেওয়া থেকে শুরু করে গবেষণার নৈতিকতা নির্ধারণ, সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণে আইডিএস পিয়ার গবেষকদের সহায়তা করে। প্রকল্পের অন্যান্য বিষয়গুলোতে সাইটসেভার্স, হেল্প এইজ ও এডিডি সহায়তা করে। এ কর্মশালাগুলো চলে নভেম্বর ২০১২ থেকে এপ্রিল ২০১৩ সাল পর্যন্ত। জুন ২০১৩তে এক কর্মশালায় এ গবেষণার রিপোর্ট খসড়া করার সুযোগ পায় পিয়ার গবেষকরা।

সব মিলিয়ে, কমিউনিটি পিয়ার গবেষকরা ৭০টি কাহিনী/ বিবরণী সংগ্রহ করেন, যার মধ্যে ৩৭টি যথোচিত পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করা হয়। বাকিগুলোর যথার্থতা বা উপযুক্ততা অর্থাৎ সেগুলোর সঙ্গে অন্য কাহিনীগুলোর মিল আছে কি না তা নির্ধারণের জন্যে গবেষকদের বলা হয়। এনজিও গবেষকরা ৪০টির বেশি সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সংগৃহীত একাধিক কাহিনীর মধ্যে ত্রিকৌণিক (triangulation) বিশ্লেষণ করা হয়।

পিয়ার রিসার্চ পদ্ধতি প্রয়োগের একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এ গবেষণায় যে সকল বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা একমাত্র গবেষকদের মতামত, অন্য কারো নয়। এগুলো কোনোভাবেই সাইটসেভার্স, হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, এ্যালজিমার'স ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল কিম্বা ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়।

© স্নিগ্ধা জামান/এডিডি

প্রাপ্ত ফলাফল:
বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের কাছে শেখা

আরো অনেক অংশগ্রহণমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার মতই এ গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফলকে বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও দরিদ্র ও প্রবীণ জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক মনে করলে ভুল হবে। নমুনা নির্বাচন নির্বিচার ছিল না এবং নমুনা আকার এত কম যে সেটা পরিসংখ্যানগতভাবে যথেষ্ট নয়। এতদসত্ত্বেও, এ গবেষণা কাজের মূল লক্ষ্য ছিল (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও দরিদ্র ও প্রবীণদের সঙ্গে) কেন এবং কিভাবে বৈষম্য করা হয় তা খুঁজে বের করা। এটি আরও ভালভাবে করা যেতে পারে যে সকল এনজিও প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সারা দেশজুড়ে নিয়মিত কাজ করে তাদের চিন্তা ও মতামতের সঙ্গে কমিউনিটি থেকে পাওয়া তথ্যের ত্রিকৌণিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

সংগৃহীত কাহিনীগুলো ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে গবেষকরা ১৩টি অগ্রাধিকার পাওয়ার মতো ইস্যু চিহ্নিত করেছেন যেগুলো প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনকে প্রভাবিত করে, এবং এগুলো হল:

১. দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি
২. জীবিকা
৩. শিক্ষার সুযোগ
৪. চিকিৎসা সেবা
৫. পারিবারিক সহযোগিতা
৬. বৈষম্য ও দুর্ব্যবহার
৭. কুসংস্কার
৮. বিভিন্ন পরিসেবায় অভিগম্যতা
৯. চলাফেরার সুবিধা/সুযোগ
১০. বিবাহ
১১. জমিজমা/সম্পত্তিতে অধিকার
১২. ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন
১৩. তৃণমূল পর্যায়ের সামাজিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা

প্রতিটি অগ্রাধিকারযোগ্য ইস্যুর জন্য পাওয়া তথ্য-উপাত্ত এবং এর সঙ্গে ওয়ার্কশপ চলাকালীন গবেষকদের দেওয়া সুপারিশসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

১| দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি

বাংলাদশে প্রচুর মানুষ দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। উপরন্তু, দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হওয়ার পর যথাযথ চিকিৎসা সুবিধা না পাওয়ার কারণে দরিদ্র মানুষের প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে (দেখুন চিকিৎসা সুবিধা ইস্যু)।

আবার, দেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চাইতে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকদের দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ, দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আমাদের রাস্তাঘাট খুবই বিপজ্জনক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এদের আহত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং সময়মতো নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কঠিন।

গবেষকদের সুপারিশ

- স্থানীয় সরকার ও এনজিওগুলোকে দুর্যোগকালীন প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উদ্ধার ও স্থানান্তরের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণা চালাতে হবে।
- সাধারণ জনগণের জন্যে যেমন থাকে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্রেইল ও সাংকেতিক ভাষাসহ সহজবোধ্যভাবে দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণা চালাতে হবে।

২| জীবিকা

গবেষকদের সংগ্রহ করা কাহিনীগুলো থেকে যে বিষয়টি একাধিকবার উঠে এসেছে সেটি হলো জীবিকার অভাব। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশে একটি চাকরির ব্যবস্থা করা এমনিতেই অত্যন্ত কঠিন, তার ওপর প্রতিবন্ধী বা প্রবীণ হলে তো কথাই নেই।

সরকারি খাতের চাকরিতে ১০ শতাংশ কোটা রাখা আছে অনাথ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী বক্তিদের চাইতে অনাথদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এ সকল পদ পূরণের জন্যে। একজন শিক্ষিত প্রতিবন্ধী বক্তির জন্যও একটি চাকরির সংস্থান করা কঠিন। তাদের কাছে, কখনো কখনো, চাকরির জন্যে ঘুষও চাওয়া হয়।

> *"যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে ঘুষ দিয়ে চাকরি যোগাড় করা সম্ভব নয়। সাধারণ জনগণ, যাদের প্রতিবন্ধিতা নেই, তারা চাকরি না পেলেও তাদের অনেক বিকল্প উপায় থাকে; যেমন, তারা স্বনিযুক্তি (Self employment) বা ব্যবসা করতে পারেন। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরতো এত বিকল্প নেই। তাদের পক্ষে ক্ষমতাবান লোকদের প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। সাধারণ জনগণ প্রতিবন্ধী মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। ফলে, চাকরি আর তাদের মেলে না।"*
>
> সালামত উল্লাহ, কমিউনিটি গবেষক, কক্সবাজার

নিজের ব্যবসা শুরু করা বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি ভালো উপায়; কিন্তু প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের পক্ষে ঋণ পাওয়া দুঃসাধ্য। ব্যাংক ও এনজিওগুলোর কাছ থেকে ঋণ যদিও পাওয়া যায় তার পরিমাণ এত অল্প যে তা দিয়ে একটা লাভজনক ব্যবসা শুরু করা সম্ভব নয়। অনেক সময়, ঋণ পেলেও, পরিশোধের সমস্যা এবং পরিবারের অন্যান্যের অযাচিত হস্তক্ষেপে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনেকেই প্রতিবন্ধীভাতা সম্পর্কে অবহিত নন; যদিও এ ভাতার পরিমাণ খুব অল্প। ভাতা বিতরণকে ঘিরে রয়েছে দুর্নীতির বেড়াজাল। যেমন, আবেদনপত্র পেতে তাদেরকে টাকা দিতে হয়, ভাতা তুলতে ঘুষ দিতে হয়। প্রবীণ লোকদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। তারা চাকরি পান না, আবার অনেক ক্ষেত্রে পেনশনও পান না। বয়স্কভাতার যে তালিকাটি (স্থানীয় সরকারের কাছে) আছে সেটি বেশ পুরানো এবং, অনেক ক্ষেত্রে, বহুদিন হালনাগাদ করা হয় নি। আর পেনশনভাতার পরিমাণও এত অল্প যে, যারা পান, তা দিয়ে বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উপরন্তু, প্রবীণ লোকরা বহু ক্ষেত্রেই ব্যবসা শুরু করার

© স্নিগ্ধা জামান/এডিডি

জন্য ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। ভিক্ষাবৃত্তিই সেক্ষেত্রে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য। বিশেষ করে, যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পারিবারিক সমর্থন নেই, তাদের আর কোনো উপায় থাকে না।

"যদি একজন প্রবীণ লোকের কোনো জমি, পরিবার, শিক্ষা বা টাকা-পয়সা না থাকে তাহলে সে ভিক্ষা করতে বাধ্য। আমি এখন চলাফেরা করতে পারি না, আগের চেয়ে অনেক দুর্বল। গত বছর থেকে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি।"

মামুন, বয়স ৬৫, ভাষানটেক

নগর আর গ্রামাঞ্চলের জীবিকার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। নগর এলাকা, যেখানে শিল্প কারখানা আছে, গ্রামের চেয়ে কাজের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। আবার গ্রাম এলাকায় ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ, শহর ও নগর এলাকার তুলনায়, অনেক কঠিন। গ্রামে যারা একা থাকেন, তাদেরকে অনেক সময় প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধারকর্জ করে চলতে হয়। কারণ, ভিক্ষা করে যথেষ্ট উপার্জন হয় না। বয়স্ক লোকজন যারা বয়সের কারণে জমিচাষ করতে পারেন না তাদের জন্য কোনো সহায়তার ব্যবস্থা নেই।

তা সত্ত্বেও, জীবিকা নির্বাহের সক্ষমতা পরিবার ও সমাজের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকের কদর ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকেরা, যারা ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে একটি ইতিবাচক স্বাবলম্বী কাহিনীর রূপকার হতে পেরেছেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র আকারের একটি দোকানের মালিক হওয়ার মাধ্যমে এটা অর্জন করেছেন।

"এখন তিনি একটি সুইং মেশিন দিয়ে কাজ করেন। তিনি একটি দোকান দিয়েছেন, যেখানে তিনি সেলাইয়ের কাজ করেন এবং এখান থেকে উপার্জন করা টাকা দিয়ে তার সংসার চালান। প্রথমদিকে গ্রামের মানুষ তাকে কাজ দিত না। একটা দু'টো কাজ পাওয়ার পরে মানুষ যখন দেখল তিনি সেলাই'র কাজ ভালোই করেন, সবাই তখন তাকে কাজ দেওয়া আরম্ভ করলো।"

নুরুল ইসলাম, এনজিও স্টোরি

গবেষকদের সুপারিশ

- প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুষ্ঠু তালিকা তৈরি করতে হবে, যাতে করে তাদের ভাতা ও পেনশন যথাযথভাবে প্রদান করা যায়।
- আরো স্বচ্ছ ও কার্যকর পেনশন ও ভাতা পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য এনজিওগুলোকে সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে দেন-দরবার করতে হবে যার পরিবীক্ষণের দায়িত্বে থাকবে জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশন।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকদের জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- নগদ অনুদানের পরিবর্তে প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক লোকজনকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিতে পারেন; যেমন, তাদেরকে সাংকেতিক ভাষায় দক্ষ করে তুলতে হবে।
- সরকারি খাতের চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে অনাথ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা কোটা (quota) রাখতে হবে।
- প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করতে হবে।
- বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরির কোটা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৩| শিক্ষায় অভিগম্যতা

সরকার যদিও দাবি করে থাকে যে, শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, বাস্তবতা কিন্তু তা নয়। উপার্জন করার অক্ষমতার কারণে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ মানুষজনের পক্ষে তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয় না। (জীবিকা ইস্যু দেখুন)

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষাভাতার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু তা খুবই অপ্রতুল এবং এগুলোর বিতরণ নির্ধারিত হয় স্বজনপ্রীতি, অনৈতিক আনুকূল্য ইত্যাদির মতো অসৎ পন্থায়। সরকার শিশুদেরকে স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু স্থানীয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে পড়ার সুযোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। উপরন্তু, স্থানীয় কর্মকর্তারা, অনেক ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সম্পর্কে অবগত নন।

অনেক অভিভাবক, বিশেষ করে যারা শিক্ষিত নন, শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে অবগত নন। উদাহরণস্বরূপ, এদের অনেকেই মনে করেন, প্রতিবন্ধী শিশুকে স্কুলে পাঠানোর চেয়ে ঘরে রাখাই ভালো যেখানে সে পারিবারিক কাজে সাহায্য করতে পারবে; কিংবা তারা মনে করেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়।

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্কুলের সংখ্যা অপ্রতুল এবং এগুলোর মধ্যে অল্প সংখ্যকই বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ দেয়। এসব স্কুলে স্থান পাওয়ার প্রতিযোগিতাও তীব্র। শুধু বিভাগীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত স্কুল আছে, তাও সেগুলো ব্যয়বহুল। উপরন্তু, দরিদ্র বাবা-মায়েরা অনেকেই এসব স্কুলের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানেন না। গ্রামাঞ্চলের প্রতিবন্ধী শিশুদের অবস্থা আরো খারাপ।

প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ আরো কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বা স্বল্প-দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের সরকারি স্কুলগুলো শুধু ছেলেদের জন্যে, সেখানে মেয়েদের সুযোগ নেই। প্রতিবন্ধী মেয়েশিশুদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে আগ্রহের অভাব আছে। লিঙ্গ বৈষম্য এর একটি কারণ হতে পারে। এ ছাড়াও যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে এ আশঙ্কায় অনেক পরিবার তাদের প্রতিবন্ধী মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে চান না (দেখুন ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি ইস্যু)।

যেসব প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুলে যায় তাদেরকে আরো অনেক রকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। বাক ও শ্রবণ এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী পড়ানো হচ্ছে সেটা অনেক সময় বুঝতে পারে না। প্রতিবন্ধীত্বের ধারণা এখন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি অংশ, তারপরও, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে এক্ষেত্রে। যদিও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ঢালুপথের (ramp) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিন্তু অনেক শ্রেণিকক্ষ প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযোগী করে তৈরি নয়। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ব্যবধান, যা অনেক সময় ১০০:১ পর্যন্ত হয়, তা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। টিটকারী ও বৈষম্যমূলক আচরণ অনেক প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়।

> *"অন্যান্য বাচ্চারা আমার নাতনীকে উত্যক্ত করত, মারধর করত। ফলে ও বেশিদিন পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে পারে নি। স্কুলে ওর সহপাঠীরা ওকে বিভিন্নভাবে বিরক্ত করতো। এসব মনে করে আমার নাতনি এখনো ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে। ও বাড়িতে পড়ালেখা করতে চায়। কিন্তু ও যখন একা একা পড়তে পারে না, তখন হতাশ হয়ে পড়ে... ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই চিন্তিত। তারপরও, ও তো একটা মেয়ে, ওর ভবিষ্যৎ কী হবে?"*
>
> **১৩ বছর বয়সী আবিদার দাদি, কক্সবাজার**

গবেষকদের সুপারিশ

- স্কুল কমিটিতে যারা আছেন তারা যাতে প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সম্পর্কে অবগত থাকেন সেটা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে স্কুলে ভর্তি হতে পারে সেজন্য (স্থানীয়) পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের আরও সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষা উপকরণ দিতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষকদের আরো ভালো ও উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- এনজিও ও দাতাসংস্থাসমূহকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্যে কাজ করতে হবে এবং তাদেরকে সরকারের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন শিশুদের জন্য আরো বিশেষায়িত স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।
- সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিবারকে সম্পৃক্ত করে তাদের শিক্ষার মূল্য ও মর্যাদা বোঝাতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিবারগুলোকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

© জুল মুখিদা/সাইটসেভার্স

৪| চিকিৎসা সুবিধা

বহুক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকদের আবাস সরকারি হাসপাতাল থেকে অনেক দূরে। আর প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো তাদের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

"কোনো হাসপাতালে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে ২০ টাকার মতো লাগে। তার ওপর আছে ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ। ধরুন, এক ব্যাগ রক্ত কিনতে ৫০০ টাকার বেশি লাগে। এটা আমাদের সাধ্যের বাইরে, ফলে অনেক সময় আমাদেরকে চিকিৎসা না নিয়েই বাড়ি ফিরে আসতে হয়। কিন্তু আমরা যদি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হই এবং আমাদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে হয়, তাহলে সে সময় দূরবর্তী সরকারি হাসপাতালেই আমাদেরকে যেতে হয়। প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো (আমাদের) জরুরি চিকিৎসা করে না।"

মোহাম্মদ আব্বাস মোল্লাহ, কমিউনিটি গবেষক, ভাষানটেক

সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়া গেলেও প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকদের জন্য সেখানে অসুবিধা রয়েই গেছে। দুর্নীতির কারণে দেখা যায়, যারা ঘুষ দিতে পারছেন, বা যারা বয়সে তরুণ, তারাই দ্রুত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসা এবং প্রতিবন্ধিতা সম্বন্ধে চিকিৎসা সেবাদানকারীদের অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় সুষ্ঠু চিকিৎসা প্রদান ব্যাহত হয়।

এর ফলে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিরা সুষ্ঠু চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বা ভুল চিকিৎসার শিকার হয়ে বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছেন।

"আমাদের ছেলের জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি যাতে ও চলৎশক্তি অর্জন করে, কিন্তু আল্লাহ সহায় হন নি। আমরা ওকে অনেক ওষুধ খাইয়েছি। মানুষ যে যা বুদ্ধি দিয়েছে তাই চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয় নি। আমরা অর্থ স্বল্পতার কারণে আরো চিকিৎসা করানোর ইচ্ছা থাকলেও করাতে পারি নি।"

২২ বছর বয়সী খানের বাবা , কক্সবাজার

গবেষকদের সুপারিশ

- ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মীদেরকে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ রোগীদের সঙ্গে যথাযথ আচরণবিধি শেখাতে হবে।
- মাঠ পর্যায়ে যে সকল চিকিৎসাকর্মী আছেন তাদেরকে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ রোগীদের চিকিৎসা করার সঠিক পদ্ধতি শেখাতে হবে।
- প্রতিটি হাসপাতালে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- সব হাসপাতালে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকদের জন্য আলাদা ও বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫| পারিবারিক সহযোগিতা

পরিবারের কাছ থেকে প্রবীণ ব্যক্তিরা সাহায্য না পাওয়া একটি ব্যাপক সমস্যা। উপার্জনে অক্ষমতার কারণে পরিবারের অনেক সদস্যই তাদেরকে বোঝা হিসাবে মনে করেন। প্রবীণদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়, অনেক সময় পরিবার তাদেরকে পরিত্যাগ করে। যে সব প্রবীণ লোকের পুত্র সন্তান নেই, তাদেরকে আরো দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কারণ, বিয়ের পর একটি ছেলে সাধারণত তার পিতার সঙ্গেই থাকে, কিন্তু মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়।

"আমার কোনো ছেলে নেই- চারটা মেয়ে; ওদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা সবাই নিজেদের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। আমার মেয়েরাও এখন আর আমার খোঁজ রাখে না।"

নিপা, বয়স ৭০, ভাষানটেক

© মান্না রহমান/হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল

প্রবীণ লোকেরা অনেক সময় নিজেদের দুর্দশার কারণে লজ্জা বোধ করেন।

"আমার কোনো টাকা-পয়সা নেই। টাকার অভাবে আমি খাবার কিনতে পারি না, ওষুধপত্র কিনতে পারি না। আমি আজ সকালে অভুক্ত ছিলাম। আমি আমার মেয়ের বাসায় গেলাম, ও আমাকে একটা রুটি আর এক কাপ চা খেতে দিল। এরপর থেকে সারাদিন না খেয়ে আছি। লজ্জায় কাউকে কিছু বলতেও পারছি না। আমার মেয়েরা যদি কিছু খেতে দেয় তো খাই আর না হলে অভুক্ত কাটাই... আমার ছেলে আমাকে দেখে না। আমার সবচেয়ে কষ্টের কারণ হলো, আমার নিজের একটা ছেলে আছে, তারপরও আমাকে ভিক্ষা করে চলতে হয়। যদি কখনো রাস্তায় দেখা হয়, আমার ছেলে আমাকে জিজ্ঞেসও করে না আমি কেমন আছি, না আছি। অনেক লোক মনে করে আমার তো একটা ছেলে আছে, সুতরাং আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এ কারণে গ্রামের চেয়ারম্যান বা মেম্বারদের কাছ থেকেও কোনো সাহায্য পাই না। তারা অন্যদের সাহায্য করে, কিন্তু আমাকে করে না। মেয়েদের কাছে গিয়ে হাত পাততে লজ্জা করে, তাই সহজে মেয়েদের কাছেও যাই না।"

সাবা , বয়স ৭০, কক্সবাজার

শহরের চেয়ে গ্রামগুলোতে প্রবীণ লোকদের জীবনযাপন সহজতর হয়, অনেক ক্ষেত্রে, কারণ গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রতিবেশীদের সাহায্য করার একটা প্রথা এখনো বজায় আছে।

অনেক পরিবারের মধ্যে প্রতিবন্ধী সদস্যদের অবহেলা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

"আমার পরিবার আমাকে সম্মান করে না। আমার কথা শোনে না। আমি কিছু বললে আমাকে গালাগালি করে। আমার মেয়ে ছাড়া আর কেউ আমার কথার কোনো মূল্য দেয় না। আমার স্বামী আমাকে প্রচণ্ড অবহেলা করে। আমাকে ঠিকমতো খেতে দেয় না, ওষুধপত্র দেয় না। পান-সুপারি চাইলে দেয় না এবং আমাকে সারাক্ষণ গালাগালি করে।"

প্রিয়া, বয়স ৫৫, কক্সবাজার

গবেষকদের সুপারিশ

- প্রবীণ লোক, যাদের কোনো পরিবার নেই, তাদের জন্য কমিউনিটিভুক্ত আবাসন ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়।
- আর্থিক স্বাধীনতা বা স্বাচ্ছন্দ অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে এবং (সামাজিকভাবে)সমর্থন যোগাতে হবে।

৬| বৈষম্য ও দুর্ব্যবহার

এলাকা বা আশপাশের (Community) মানুষের দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গালিগালাজ, বাজে কথা শোনা, বৈষম্যের শিকার হতে হয় প্রতিনিয়ত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধিতার সুযোগ নিয়ে অনেক অপ্রতিবন্ধী মানুষ তাদের ঠকায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, টাকা-পয়সা লেনদেনের সময় ঠকবাজির শিকার হতে হয়। প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিরা তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের হাতেও অনেক ক্ষেত্রে নিগৃহীত হন, যাদের অনেকে তাদেরকে বোঝা মনে করেন।

> *"আমার মেয়ের জামাই আমার সাথে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করে। আমি অন্ধ, এ কারণে সে আমাকে দেখতে পারে না। সে কখনো শ্বাশুড়ি হিসেবে আমাকে সম্মান দেয় নি, বরং সে আমাকে 'কানি' বলে ডাকে; আরো অনেক খারাপ কথা বলে প্রতিনিয়ত আমাকে অপমান করে। আমার মেয়েকে বিয়ে করার আগেই সে জানত আমার অন্ধত্বের কথা, কিন্তু এখন সে সেসব ভুলে গেছে।"*
>
> আবিদা, বয়স অজ্ঞাত, ভাষানটেক

এসব দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়া ছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরো বিভিন্নভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখা হয়।

> *"আমার সব বন্ধুরা মোটর সাইকেল চালাতে পারে, ক্রিকেট খেলে, কিন্তু আমিতো পারি না। পড়ালেখা শেখায় বাধা আছে, আছে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রেও। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটা সবসময় ঘটছে। মাত্র একটা হাত থাকার কারণে সব কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু আমি আমার বাবা-মাকে কোনো সাহায্য করতে পারি না। এটা আমাকে পীড়া দেয়।"*
>
> সুজন, বয়স ১৮, কক্সবাজার

মেয়ে প্রতিবন্ধীরা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। এদেরকে অনেক সময় সবার চোখের আড়ালে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়।

> *"আমি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারি না। আমার মামাতো-চাচাতো ভাইবোনদের অনেক বলি আমাকে ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে, কিন্তু ওরা আমাকে নেয় না। আমি একা চলাফেরা করতে পারি না। কে আমাকে সাথে নেবে? আমার বাবা-মা মারা গেছেন, কোনো ভাইবোন নেই। আমি নিজের কাপড় ধুতে পারি না। ব্যক্তিগত আরো অনেক কাজ করতে পারি না; এসব করতে আমার অন্যের সাহায্য প্রয়োজন। কিছু লোকজন আছে যারা আমাকে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু তাদের কাছে যাওয়া আমার জন্য সব সময় সহজ নয়। এ কারণে অনেক সময় আমাকে না খেয়ে থাকতে হয়। বাইরে বের হলে মানুষজন আমাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু মার্কেটে কিছু কেনাকাটা করতে যাব এমন ক্ষমতা আমার নেই, কারণ আমি অন্ধ।"*
>
> লাবনী, বয়স ৫৫, কক্সবাজার

বয়স্ক লোকরাও বৈষম্য, দুর্ব্যবহার আর শোষণের শিকার হন। যে সব প্রবীণ ব্যক্তিদের অনেক সন্তান-সন্ততি আছে, তারা অনেক সময় এক সন্তানের দ্বার থেকে অন্য সন্তানের দ্বারে ধন্না দিতে থাকেন। কিন্তু কেউ তার দায়িত্ব নিতে রাজি হয় না। বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো প্রকট। সাধারণত নারীদের সম্পত্তি থাকে না বা থাকলেও সেখানে তার অধিকার থাকে না। স্বামী না থাকলে বয়স্ক নারীদের অবস্থান আরও নাজুক থাকে।

বিধবা বৃদ্ধাদের অনেক সামাজিক কুসংস্কারের কারণে দুর্দশা আরো বাড়ে। বিয়ে-শাদি ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে বিধবারা অনেক সময় অংশগ্রহণ করতে পারেন না; তাদের উপস্থিতিকে মন্দভাগ্যের কারণ ভাবা হয়।

গবেষকদের সুপারিশ

- জনসচেতনতা বাড়াতে হবে যাতে জনগণ প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার ও সক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এলাকার প্রভাবশালী লোকজন, যেমন মেম্বার, সালিশ কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে এ প্রচারণা চালানো যেতে পারে।
- প্রতিবন্ধী জনগণ করতে পারে এমন উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ব্যাংক নোট এমনভাবে ছাপাতে হবে যাতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সহজে সেগুলো সনাক্ত করতে পারেন, যেমন, বিভিন্ন আকার ও শ্রেণির অথবা ব্রেইলে প্রিন্ট করা ব্যাংক নোট।

৭| কুসংস্কার

যে বাড়িতে প্রতিবন্ধী সন্তান আছে তাদেরকে সমাজিকভাবে নীচু চোখে দেখা হয়। প্রতিবন্ধীত্ব ও তার কারণ সম্পর্কে কুসংস্কার, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক। যেমন, গ্রামের অনেক লোক মনে করেন 'জিনের আছরে' প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম নেয়, আবার অনেকে মনে করেন প্রতিবন্ধী সন্তান তার বাবা-মা'র পাপ বা কুকর্মের ফল।

প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কুসংস্কার ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেমন, প্রতিবন্ধিতার কারণে অনেকে তাদের বাচ্চাদের প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গে খেলতে দেন না। তারা মনে করেন প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গে খেললে তাদের বাচ্চাও প্রতিবন্ধী হয়ে যাবে।

"আমি বাচ্চাটার কাছে বসতেই একটা বাজে গন্ধ পেলাম। তার অবস্থা মোটেই ভালো নয়, মৃতপ্রায়। সে কিছু বুঝতে পারে না, শুনতে পায় না, এবং যখন কেউ তাকে স্পর্শ করে তখন সে চিৎকার করে ওঠে এমনভাবে যেন তার সারা শরীরে ব্যথা। তার অবস্থা হাড্ডিসার। ছেলেটার চেহারার দিকে তাকানো যায় না... গ্রামের অনেকেই আমাকে বলল ঐ বাড়িতে জিনের আছর আছে। কেউ ওদের বাড়িতে যায় না। গ্রামবাসীরা মনে করে ওরা যদি ঐ বাড়ির লোকের সঙ্গে মেশে তাহলে তাদের ওপরও জিনের আছর হবে।"

শফিকুল ইসলাম, এনজিও স্টোরি

প্রতিবন্ধীত্ব সম্পর্কিত কুসংস্কার পরিবারের অন্য সদস্যদের জীবনেও প্রভাব ফেলে। যেমন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভাইবোনের বিয়ে দিতে অনেক সময় সমস্যা হয়।

প্রবীণ লোক ও তাদের বয়সজনিত রুগ্নতা নিয়েও সমাজে কুসংস্কার রয়েছে। যেমন, চোখের ছানি পড়াকে গ্রাম এলাকার অনেকেই মনে করেন চোখ দিয়ে করা পাপের ফল। প্রবীণ লোকের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াকে অনেকে মনে করেন কম বয়সে করা পাপের ফসল।

© স্নিগ্ধা জামান/এডিডি

গবেষকদের সুপারিশ

- সামাজিক ও ধর্মীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে একত্র করে প্রতিবন্ধীত্ব ও প্রবীণতা নিয়ে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করতে হবে।
- স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রতিবন্ধীত্ব ও এর কারণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- জনগণের মধ্যে প্রচারাভিযান চালিয়ে তাদেরকে প্রতিবন্ধীত্ব ও তার কারণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে কী অবদান রাখতে পারেন সে সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- প্রচার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তা প্রচার করতে হবে।
- প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশু জন্মানোর সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে হবে।

৮| পরিসেবায় অভিগম্যতা

দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা কম বয়সী নারী ও তাদের প্রজননস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক সময় অবহেলার শিকার হন। স্বাস্থ্যসেবায় নিযুক্ত কর্মীদেরও বয়স্ক লোকদের চিকিৎসা দেওয়ার মতো প্রশিক্ষণ নেই। বয়স্ক রোগীরাও অনেক সময় ভালো চিকিৎসা না পেয়ে হাল ছেড়ে দেন। অন্য কারো ওপর বোঝা হওয়ার ভয়ে তারা অনেক সময় নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অসুবিধাগুলো লুকিয়ে রাখেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও চিকিৎসকদের একইরকম অজ্ঞতার শিকার হন। বিশেষ করে মানসিক রোগী ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার বিশেষ ঘাটতি রয়েছে।

হাসপাতাল, স্কুল, পরিবহন, বিনোদন কেন্দ্র - কোথাও প্রতিবন্ধীবান্ধব বা প্রবীণলোকদের উপযোগী কোনো ব্যবস্থা নেই।

গবেষকদের সুপারিশ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলোতে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গণপরিবহন ব্যবস্থাকে প্রতিবন্ধীবান্ধব ও বয়স্কদের উপযোগী করতে হবে যাতে তারা সহজে ওঠানামা ও ব্যবহার করতে পারেন।
- অফিস আদালতে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের সহজ প্রবেশের/অভিগম্যতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- যে সব জায়গায় সামাজিক অনুষ্ঠান হয়, যেমন কমিউনিটি সেন্টার, সেখানে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের সহজে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

© মান্না রহমান/হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল

৯| চলাফেরার সুবিধা

প্রবেশযোগ্য গণপরিবহন ব্যবস্থার অভাব প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। যেমন, কক্সবাজার এলাকায়, বাসে চড়তে হলে দু'-তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। বাসগুলো স্টপেজে ঠিকমতো থামেও না। ফলে যাদের চলন-ক্ষমতা কম তাদের উঠতে ও নামতে কষ্ট হয়। হুইল চেয়ারের মতো বিশেষ সরঞ্জামাদি এত ব্যয়বহুল এবং এগুলোর খুচরো যন্ত্রাংশ এত দুষ্প্রাপ্য যে এগুলো প্রতিবন্ধী মানুষের নাগালের বাইরে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সাদাছড়ি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু অনেকেই উপহাসের শিকার হওয়ার ভয়ে তা করেন না। উপরন্তু, লম্বা সাদাছড়ি ব্যবহার অসুবিধাজনক। সরকারের দেওয়া ছড়ি এত নিম্নমানের যে সেগুলো বেশিদিন টেকে না।

© পিটার কাটন/সাইটসেভার্স

"আমি রাস্তাঘাটে হাটতে পারি না। রাস্তা পার হতে পারি না। আমি কোথায় আছি, গাড়ি কোন দিক থেকে আসছে সেটা বোঝা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।"

দেওয়ান, বয়স ৬৬, ভাষানটেক

চলাচল ও অভিগম্যতার অভাবে অনেক সময় প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিরা টয়লেট ব্যবহারে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

"আমি (পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার কারণে) বিছানা থেকেই উঠতে পারি না। আমাকে বিছানাতেই প্রস্রাব-পায়খানা করতে হয়। অভাবের কারণে আমি কোনো মতে দু'বেলার খাবার যোগাড় করতে পারি।"

অমিত, বয়স ৩০, কক্সবাজার

গবেষকদের সুপারিশ

- প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজে প্রবেশযোগ্য গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ক্যাম্পেইন/ গণসচেতনতা (campaign) গড়ে তুলতে হবে।
- বাসে উঠানামার সময় প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিরা যাতে অগ্রাধিকার পান তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিয়ে গণপরিবহনে আসন বিন্যাস করতে হবে।
- পাবলিক ভবনসমূহে লিফট, র‍্যাম্প বা ঢালুপথ ও হাতলের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিরা সহজে চলাচল করতে পারেন।
- ট্রাফিক পুলিশ, পরিবহন এবং পূর্ত ও যোগাযোগ উন্নয়নের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যাতে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হন সেদিকে সরকার ও এনজিওদেরকে নজর দিতে হবে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আরো উন্নত সাদাছড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০| বিবাহ

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক, যেখানে নারীরা সাধারণত বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হন। প্রতিবন্ধী নারীদের জীবন এখানে আরো কঠিন। লোকলজ্জায় অনেক সময় তাদের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়, লোকচক্ষুর আড়ালে।

অনেক পুরুষ প্রতিবন্ধী নারীদের বিয়ে করতে চায় না। মানুষের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস আছে যে, প্রতিবন্ধী নারীরা ঘরকন্না ঠিকমতো করতে পারবে না। অনেকেই এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, প্রতিবন্ধী নারীর গর্ভের সন্তানও প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাবে। প্রতিবন্ধী একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং দেওয়া গেলেও অনেক যৌতুকের বিনিময়েই কেবল সম্ভব হয়।

“আমি বিয়ে করতে পারি নি; আমার কোনো সংসার নেই। জীবনটা উপভোগ করা হলো না আমার।”

লাবনী, বয়স ৫৫, কক্সবাজার

© স্নিগ্ধা জামান/এডিডি

অনেক সময় একজন পুরুষ একজন প্রতিবন্ধী নারীকে বিয়ে করেন তার জমিজমা বা সম্পত্তির কারণে। অনেক ভিখারি প্রতিবন্ধী নারীকে বিয়ে করেন আশ্রয়ের আশায়। প্রতিবন্ধী নারীদের বিয়ে হলেও অনেক সময় তারা ঘরে অত্যাচারের শিকার হন। বিয়ে হওয়ার পরে প্রতিবন্ধী হয়ে গেলেও অনেক নারীদেরকে দুর্ব্যবহারের শিকার অথবা পরিত্যক্ত হতে হয়।

“আমার পরিবারের অন্যরা মনে করে না আমার কোন দাম আছে। ওরা আমার কথা শোনে না; কিছু বললে তেড়ে আসে, গালিগালাজ করে। আমাকে দেখাশোনা করার কেউ নেই। আমার স্বামীর ব্যবহার সবচেয়ে খারাপ। আমার খাওয়া-দাওয়া, ওষুধপত্রের ব্যাপারে তার কোনো খেয়াল নেই। আমার পান-সুপারির চাহিদা সে পূরণ করে না... শুধু কথায় কথায় আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে... বিয়ের আগে কিন্তু আমি প্রতিবন্ধী ছিলাম না।”

তামান্না, বয়স ৫৫, কক্সবাজার

বিপরীতে, প্রতিবন্ধী পুরুষদের বিয়ের বাজারে চাহিদা রয়েছে। কারণ তারা ভিক্ষা করে ভালো আয় করতে পারে। সচ্ছল পরিবারগুলো পয়সার বিনিময়ে তাদের প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য কনে যোগাড় করতে পারে।

গবেষকদের সুপারিশ

- প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা আর্থিক স্বাধীনতা পায়, সামাজিক মর্যাদা এবং বিয়েসহ নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- সরকারি খাতে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী নারীদের ইতিবাচক ভাবমূর্তির জন্য প্রচারণা চালাতে হবে।

১১| জমিজমা

নিজস্ব জমিজমা না থাকা এবং কেনার মতো টাকা না থাকায় ভাষানটেক এলাকার প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় যে সকল এপার্টমেন্ট বানানো হয়েছে সেগুলোতে ভাড়া নিয়ে থাকার মতো সামর্থ্য এদের নেই। আর দুর্নীতির বেড়াজাল পেরিয়ে এগুলোর সুযোগ গ্রহণ করা প্রতিবন্ধী বা প্রবীণদের নাগালের বাইরে।

> *"আমি নীড়হারা পাখির মতো বেঁচে আছি। আমি দেনায় জর্জরিত। ভিক্ষা ছাড়া বেঁচে থাকার উপায় নাই। সরকারি জমিতে কোনো মতে ঘর তুলে বাস করি।"*
>
> **দেওয়ান, বয়স ৬৬, ভাষানটেক**

> *"জানি না আল্লাহ আমার কপালে কী লিখে রেখেছেন। পুনর্বাসনের আবেদন করার জন্য যে দশ হাজার টাকা লাগবে তা আমার কাছে নেই। আমার হবে না- যদিও হয়, বাসায় উঠার জন্য আরো টাকা লাগবে, সেটা কোথায় পাব? এখন দু'বেলা খাবার পয়সাই যোগাড় করতে পারি না।"*
>
> **তাসিন, ৭০ বছর বয়স্ক, ভাষানটেক**

বাবা-মা জায়গা জমি ভাগ করে দেওয়ার সময় প্রতিবন্ধী সন্তানের চেয়ে সক্ষম সন্তানদের বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখান। নারীরা সাধারণত সম্পত্তির ভাগ পান না। ফলে প্রতিবন্ধী বিধবা নারীরা সন্তান-সন্ততির ওপর আর অবিবাহিত প্রতিবন্ধী নারীরা তাদের ভাইদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন। অধিকন্তু, আইন অনুযায়ী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারেন না।

গবেষকদের সুপারিশ

- প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে স্বল্পমূল্যে সরকারি জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে এনজিওগুলোকে সরকারের সঙ্গে কাজ করতে হবে।
- ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সরকারি তহবিল আরও বাড়াতে হবে।
- প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

© স্নিগ্ধা জামান/এডিডি

১২| ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি

এনজিও পিয়ার গবেষকরা প্রতিবন্ধী বালিকা ও নারীদের অনেক ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির কাহিনী শুনেছেন। এ কাহিনীগুলো নৈমিত্তিক ঘটনা এবং অনেক সময় পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই ঘটে থাকে। দৃষ্টি ও বাকশক্তিহীন এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি যৌন হয়রানির শিকার হন।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, এসব অপরাধের সুষ্ঠু বিচার পাওয়াও কঠিন। আদালতে ধর্ষণ প্রমাণ করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, আইনজীবীরা সাংকেতিক ভাষা বোঝেন না, তারা একজন বাকশক্তিহীনের পক্ষে আদালতে বলবেন কীভাবে? প্রচলিত বিচার প্রক্রিয়া ধর্ষণের শিকার নারীদের মানসিক আবেগের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। অনেকক্ষেত্রে অপরাধীরা সমাজের প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী লোকজন। এদের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে সুষ্ঠু বিচার পাওয়া দুঃসাধ্য।

“মানুষ বলতো মেয়েটা বাবা-মা’র পাপের ফসল। লোকে ওকে বোবা বলত আর অবহেলা করত। মাঝে-মাঝেই মেয়েটা অনেক কান্নাকাটি করত। প্রতিবন্ধী ও গরিব হওয়ায় মেয়েটার পড়ালেখা শেখা হয় নি... আমাদের দেশে মেয়েরা এমনিতেই অবহেলিত, আর সে যদি প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তো তার দুর্দশার শেষ নেই। ১৬ বছর বয়সে একদিন মেয়েটা পাটক্ষেতে গিয়েছিল লাকড়ি কুড়াতে। সেখানে গ্রামের প্রভাবশালী চেয়ারম্যানের ছেলে তাকে ধর্ষণ করে। মেয়েটা যখন ঘরে ফিরে, তখন সে রক্তাক্ত, ব্যথায় কাতরাচ্ছে, এবং অবসন্ন হয়ে পড়ে যায়। মেয়েটার ভাইয়ের স্ত্রী কী হয়েছে জিগ্যেস করলে সে সাংকেতিক ভাষায় তাকে জানায় কী ঘটেছে আর ওপর। এর কিছুক্ষণ পর, মেয়েটা মারা যায়।

মেয়েটার বড় ভাই থানায় গিয়ে একটি মামলা করতে চায়। কিন্তু চেয়ারম্যানের লোকজন তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে থামানোর চেষ্টা করে। এরপরও মেয়েটার ভাই থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু পুলিশ কেইস নিতে চায় না। কারণ, চেয়ারম্যান একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। পুলিশ বলে মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে এবং ওর ভাইকে ভয় দেখিয়ে এ সংক্রান্ত একটা কাগজে জোর করে সই আদায় করে নেয়। এ ঘটনার আজ পর্যন্ত কোনো বিচার হয় নি।”

সুমন হোসেন বিজয়, এনজিও স্টোরি

অনেক সময় এলাকাভিত্তিক সালিশের মাধ্যমে ধর্ষণকারী ধর্ষণের শিকার মেয়েদের পরিবারকে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে অথবা ধর্ষিত মেয়েটিকে বাধ্য করে তার ধর্ষণকারীকে বিয়ে করতে।

কমিউনিটি পিয়ার গবেষকরা ধর্ষণ বা যৌন হয়রানি সংক্রান্ত কোনো কাহিনী সংগ্রহ করেননি। এই অসামঞ্জস্যের কারণ বের করতে আলোচনা/ওয়ার্কশপ করা হয়, যেখানে কমিউনিটি পিয়ার গবেষকরা স্বীকার করেন যে, প্রতিবন্ধী মেয়েদের ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, যদিও লোকলজ্জার কারণে এসব ঘটনা নিয়ে কথা বলা হয় না।

“মেয়েরা যখন থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করতে যায় তখন তারা উল্টো আরো দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশের যৌন হয়রানির শিকার হয়। তিনটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়ে একজন ব্যবসায়ী, একজন পুলিশ ও এক বেনামী ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষিত হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এ খবর পত্রিকাতেও বের হয়েছে। কিন্তু কোনো বিচার পায় নি মেয়েগুলো। কীভাবে বিচার পাবে- অপরাধীদের একজন পুলিশ যে!”

হাফেজ মোহাম্মদ জাফর আলম, কমিউনিটি গবেষক, কক্সবাজার

গবেষকদের সুপারিশ

- গ্রামের সালিশ কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা-সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করে মানুষকে বোঝাতে হবে যে, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি অপরাধ এবং এটা ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করার লক্ষ্যে কমিটি গঠন করতে হবে।
- ধর্ষণ ও যৌন অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে অন্যরা এটা দেখে এ ধরনের অন্যায় থেকে বিরত থাকে।
- এ ধরনের অন্যায় ও অপরাধের শক্ত ও দ্রুত বিচার করতে হবে।
- ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হওয়া মেয়ে ও তাদের সাক্ষীদের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। তৃণমূল পর্যায়ের সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা

এনজিও পিয়ার গবেষকরা তথ্য সংগ্রহকালে এনজিও ও কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলোর প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করার অনেক জটিল কাহিনী শুনেছেন। প্রয়োজন যাচাই ঠিকমতো না করতে পারার কারণে এনজিওগুলো অনেক সময় ভুল ও অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বেছে নেয়। তাদের মধ্যে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে উঠে নি এবং তাদের অনুসৃত অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি প্রশ্নবিদ্ধ।

"তারা বলে, একজন প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তির জন্য এনজিও'রা কী অ্যাডভোকেসি করবে? আমার পেটে ভাত নেই, আমি কোটা দিয়ে কী করব? আমার এখনই খাবার প্রয়োজন। তারা এসব অধিকারভিত্তিক কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট নন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারি চাকরিতে ১০% কোটা নির্ধারণ করে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। অধিকারের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার আগে তাদের খিদে মেটাতে হবে।"

আল-আমিন, এনজিও গবেষক

© টিম ম্যাকডনেল/সাইটসেভার্স

"প্রবীণদের সংগঠনগুলো কমিউনিটিতে নতুন মুখ খুঁজছে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঘুরেফিরে সেই একই লোকেরা প্রতি বছর নেতৃত্বে আসছে। কারণ, এ লোকগুলোকে আয়-উপার্জন নিয়ে ভাবতে হয় না। যেসব লোক একবারে হতদরিদ্র তারা এসব অধিকারভিত্তিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহী নয়।"

লিপি রহমান, এনজিও গবেষক

প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগগুলোকে সফল করতে হলে সমাজের সবার সাহায্য প্রয়োজন। অনেক প্রকল্প বিভিন্ন কারণে টেকে না, আবার অনেক প্রকল্পে ভুল ইস্যুকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ব্যর্থ হয়।

"আমরা কেবল প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতে পারি। এত খরচ করে এত বিশাল অবকাঠামো গড়ে তোলার পরও কিছু লোক বাদ পড়ে যাচ্ছে, কিছু লোক কোনো সাহায্য পাচ্ছে না, কেন? এনজিওগুলোর এখানেই সীমাবদ্ধতা। আমরা তো প্রতিটি সাহায্য প্রার্থী লোকের কাছে পৌঁছতে পারি না, কিন্তু সরকার চাইলে পারে।"

এনজিও পিয়ার গবেষকদের আলোচনা

এনজিওগুলো যেসব ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তার মধ্যে একটি হলো বিভিন্ন পাইলট প্রজেক্ট গড়ে তোলা, যেগুলো পরে সরকার নিয়ে নেবে। সিডিডি (Centre for Disability and Development) একটি অতি ভালো উদাহরণ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্যাটেলাইট থেরাপিউটিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান এদের অন্যতম কাজ। এ উদ্যোগটি ভালো চলছে এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এ প্রকল্পটি বুঝে নিয়ে নিজ উদ্যোগে চালাচ্ছে।

কমিটিগুলোতে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণলোকদের কোনো প্রতিনিধি, বিশেষ করে কোনো নারী অন্তর্ভুক্ত না থাকাও একটি সমস্যা। লিঙ্গ বৈষম্য ছাড়াও অন্যতম আর একটি কারণ হলো প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য যথাযথ টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা।

কমিউনিটি পিয়ার গবেষকরা তৃণমূল সংগঠনগুলোর কোনো বিবরণী সংগ্রহ করেন নি। এটা তাদের মধ্যকার আলোচনাতেও উঠে আসে নি। পরের একটি ওয়ার্কশপে কমিউনিটি গবেষকরা এনজিওগুলো সম্পর্কে নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন।

© স্নিগ্ধা জামান/এডিডি

"তারা আমাদেরকে খুব কম সময় দেন কথা বলার জন্য। কথা বলার আগে শিখিয়ে দেন কী বলতে হবে। তারা আমাদের যোগাযোগের বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং দেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোনো পুর্নবাসন কাজ তো হচ্ছে না। তাদের মিটিংগুলোতে যোগদান করার জন্য এনজিওগুলো সরকারি কর্মচারীদের খরচ দেয়। প্রতিবন্ধী লোকদেরকে কেন এসব অর্থ দেওয়া হচ্ছে না?"

হাফেজ মোহাম্মদ জাফর আলম, কমিউনিটি পিয়ার গবেষক, কক্সবাজার

গবেষকদের সুপারিশ

- এনজিওগুলোকে আয়-উপার্জনমুখী উদ্যোগ নিতে হবে, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকার ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্যে।
- এনজিওগুলোকে কমিউনিটির লোকজনের সঙ্গে আরও বেশি মিশতে হবে।
- এনজিওগুলোকে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।
- এনজিওগুলোকে আরো বেশি পাইলট প্রকল্প হাতে নিতে হবে যেগুলো পরে সরকার অধিগ্রহণ করতে পারে।
- এনজিওগুলোকে তাদের তৈরি কমিটিগুলোতে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ লোকদের, বিশেষ করে নারী প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- এনজিওগুলোকে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ব্যয় বাড়াতে হবে।
- এনজিওগুলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার জন্য আরো বেশি প্রশিক্ষণ ও চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

© স্নিগ্ধা জামান/এডিডি

উপসংহার

ভাষানটেক ও কক্সবাজারের কমিউনিটি ও এনজিও পিয়ার গ্রুপের গবেষকরা মিলে 'ভয়েসেস অব দ্য মার্জিনালাইজড' বা 'প্রান্তজনের কথা'র জন্য যে কাহিনীগুলো সংগ্রহ করেছেন সেগুলোতে নির্দিষ্ট একটি সময়ের কিছু সংখ্যক প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। সে হিসাবে এ প্রতিবেদনটি একটি নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সাম্য ও দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দলিল। বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, কীভাবে ও কেন নানা বৈষম্য তৈরি হয়, সমাজে গেঁড়ে বসে এবং দিনের পর দিন তা মানুষের জীবনকে প্রাভাবিত করে।

অসংখ্য কাহিনীর তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা তেরোটি ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু পরস্পর-সম্পর্কিত (overlapped) ইস্যু চিহ্নিত করেছেন, যা এ দুই শ্রেণির জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও দু'টি গবেষক দলই একমত যে, প্রতিটি ইস্যুই একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, জীবিকার অভাবে মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং বৈষম্যেরও শিকার হচ্ছেন। এ তেরোটি ইস্যুর প্রায় সবগুলোই প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তাদের কোনটিকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া কঠিন। আর এজন্যই এগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজানো সম্ভব নয়। তবুও, কিছু মুখ্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়ত সম্ভব।

চিহ্নিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো জীবিকার অনিশ্চয়তার মতো জরুরি বিষয়। প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর রোজগারের সুযোগ খুবই সীমিত। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, নিয়মিত রোজগার কীভাবে একজন প্রবীণ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীনতা, সামাজিক অবস্থান ও আত্মমর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।

...চিহ্নিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল আয়-রোজগারের অনিশ্চয়তার মতো সংকটপূর্ণ বিষয়।

আরেকটি অন্যতম বিষয় হলো অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন পরিসেবায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণদের নিয়ন্ত্রিত অভিগম্যতা।

হয়রানির আরেক ভয়ঙ্কর রূপ হলো ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি যার প্রধান শিকার হলো, গবেষণায় উঠে আসা গল্পগুলো আমাদের বলছে, প্রতিবন্ধী শিশু ও নারীরা। তরুণী ও নারীরা, যারা এমনিতেই লিঙ্গ বৈষম্য, দারিদ্র্যসহ সামাজিক নানা বঞ্চনার শিকার, তাদের জীবনকে আরো কঠিন করে তুলেছে এ সমস্যাটি।

শিশু বয়সে শিক্ষার সুযোগের অভাবে পরিণত বয়সে এসে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই দারিদ্র্যের কবলে পড়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হন। এটা এ বক্তব্যকেই দৃঢ় করে যে, প্রতিবন্ধী শিশু আর অপ্রতিবন্ধী শিশু অসম পরিস্থিতির শিকার। পরিশেষে, ভাষানটেকের বস্তিবাসীরা তাদের জমি না-পাওয়া তথা স্থায়ী বাসস্থানের সমস্যাটিকে অন্যতম প্রধান সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন।

শিশু বয়সে শিক্ষার অভাবে পরিণত বয়সে এসে অনেক প্রতিবন্ধীই দারিদ্র্যের কবলে পড়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়।

এনজিও ও কমিউনিটি পিয়ার গবেষকরা অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াটি অনেক উপভোগ করেছেন। এর মাধ্যমে তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা অনেক দক্ষতা অর্জন করেছেন যা তারা ভবিষ্যতে ব্যবহার করবেন বলে আশা করেছেন। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, গবেষকরা নিজেরাই এ প্রক্রিয়াটিকে ক্ষমতায়নের মডেল বলেছেন। বিভিন্ন কাহিনী ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ শেষে তারা একেকজন যখন নিজেদেরকে গবেষক বলে আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন, মূলত, পরিবর্তনের সম্ভাবনাও সে মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়েছে।

সার্বিক সুপারিশ

সাইটসেভার্স, হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, এ্যালজিমার'স ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল ও ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়ন ও দর কষাকষিতে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণে বিশ্বাসী। সকলের জন্যে, বিশেষ করে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অধিকারভিত্তিক একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে তাদের অভিজ্ঞতা খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

এ অংশগ্রহণমূলক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য, পিয়ার গবেষকদের সুপারিশ, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ে কাজ করার দরুন আমাদের অভিজ্ঞতা, এ সবকিছুর সমন্বয়ে আমরা নীতি-নির্ধারকদের জন্য বিশেষ কিছু সুপারিশ পেশ করছি।

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities- UNCRPD) অনুমোদন করে তার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে এবং এর প্রতি সমর্থন জানাতে হবে।

২. ২০১৫ পরবর্তী সকল উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনায় প্রবীণ ও প্রতিবন্ধিতা ইস্যু cross-cutting ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের রূপরেখা নির্ধারণে সহযোগিতা করতে হবে।

৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও নীতি-নির্ধারকদের আরো যা যা করতে হবে:

১. প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপার্জন নিশ্চিত করতে তাদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. সরকারি পরিসেবাগুলোয় সহায়তার জন্যে তাদের ন্যায়সংগত জীবিকার উপায়গুলো অগ্রাধিকার করে চিহ্নিত করতে হবে।

৩. যখন যেখানে যার প্রয়োজন সে মোতাবেক কার্যকরী, নিরাপদ, ব্যয়সাধ্য বা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. সবার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সামাজিক ও মানসিক ভীতি ও বৈষম্য কমে এবং তারা যেন আজীবন শিক্ষার সুযোগ পায়।

৫. প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পত্তি, জমি ও উত্তরাধিকার বণ্টন নিশ্চিত করতে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. আইন প্রণয়ন, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করে, মেয়েদের, ঘরে ও ঘরের বাইরে নিপীড়ন-নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৭. বিভিন্ন দুর্যোগ ও জরুরি কর্মকাণ্ডে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।

৮. প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারণা চালাতে হবে।

৯. প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে আরো অংশগ্রহণমূলক গবেষণা চালাতে হবে।

ভয়েসেস অব দি মারজিনালাইজড

২০১৫ পরবর্তী নীতি নির্ধারণের সময় যাতে দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সমস্যা ও তাদের চিন্তা-ভাবনা উঠে আসে সে লক্ষ্যে সাইটসেভার্স, হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল, এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, এ্যালজিমার্স ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল ও ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর সমন্বয়ে গঠিত 'ভয়েসেস অব দি মার্জিনালাইজড কনসোর্টিয়াম' কাজ করে।

সাইটসেভার্স

বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দারিদ্র্য এবং সামাজিক বৈষম্যের শিকার। সাইটসেভার্স প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে কেউ নিরাময়যোগ্য অন্ধত্বের শিকার হবে না এবং যেখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে থাকতে পারে।

www.sightsavers.org

হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল

হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যের বিরোধিতা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করে, যার ফলে তারা মর্যাদাপূর্ণ, নিরাপদ, কর্মঠ এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারে।

www.helpage.org

এডিডি

দারিদ্র্যে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমতা ও সুযোগের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এডিডি ইন্টারন্যাশনাল কাজ করে। এডিডি এশিয়া এবং আফ্রিকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রচারাভিযান চালিয়ে থাকে যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে ইতিবাচক ও স্থায়ী পরিবর্তন সূচিত হয়।

www.add.org.uk

এ্যালজিমার্স ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল

এ্যালজিমার্স বিশ্বজুড়ে ডিমেনশিয়া কেন্দ্রিক কাজ করে এবং স্থানীয়ভাবে এ্যালজিমার্স এ্যাসোসিয়েশনকে ক্ষমতায়নের পাশাপাশি ডিমেনশিয়া ব্যক্তিদের উন্নয়ন, সেবা সুযোগ, সহায়তা এবং সেবা প্রদানকারীদের নিয়ে কাজ করে।

www.alz.co.uk

আরো তথ্য

ভয়েসেস অব দি মার্জিনালাইজড সম্পর্কে আরো জানতে যোগাযোগ করুন: **policy@sightsavers.org**

অথবা সাইটসেভার্সের ওয়েব সাইটে: **www.sightsavers.org/voices**

ভয়েসেস অব দি মার্জিনালাইজড, ২০১৫ পরবর্তী বিষয় সম্পর্কিত আরো আলোচনা এখানে: **www.sightsavers.net/in_depth/advocacy/20045_Voices_of_the_Marginalised_Briefing.pdf**

অংশগ্রহণ

অংশগ্রহণ উদ্যোগ উচ্চমানের দারিদ্র্য বিষয়ক বাস্তব তথ্য মাঠ পর্যায়ে থেকে সরবরাহ করে যা ২০১৫ পরবর্তী আলোচনায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের দৃষ্টিকোণকে তুলে ধরে। এর মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র মানুষকে বিশ্ব নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং অংশগ্রহণমূলক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা; দরিদ্রদের নিয়ে গবেষণার ফল নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সঙ্গে এডভোকেসি করা; ২০১৫ পরবর্তী প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জবাবদিহি করা, যেন প্রান্তিক মানুষ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে, তা নিশ্চিত করা; এবং এ বিষয়ে জ্ঞানের বিস্তার করা ও তা বোঝা, যা বিশ্বের মানুষের মধ্যে ভালো সম্পর্ক করবে। এটি আইডিএস এবং বিয়ন্ড ২০১৫ দ্বারা সম্পাদিত, এবং ইইউ সরকার দ্বারা অর্থায়িত।

participate2015.org
www.ids.ac.uk

বি:দ্র: এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছবি 'ভয়েসেস অব দি মার্জিনালাইজড' প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী বা সাক্ষাৎকারীদের নয়। তাদের পরিচয় এখানে সংরক্ষিত হয়েছে।